দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 6 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ইনকিলাব ...

প্রসঙ্গ কথা

ঢাবিতে মাদ্রাসা ছাত্রদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হলো

মারুফ আল্লাম

দীর্ঘ আন্দোলন আর আইনী প্রক্রিয়ার পথ ধরে অবশেষে ঢাবিতে প্রতিষ্ঠিত হলো মাদ্রাসা ছাত্রদের যৌক্তিক অধিকার। প্রায় তিনমাস ধরে চলা আইনী লড়াইয়ের পর গত ২৮ জানুয়ারী আপিল বিভাগের ফুলকোর্ট বেঞ্চে শুনানি হয়ে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের দায়ের করা রিট মামলার। শুনানিতে ঢাবির সাত বিষয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে শর্তারোপের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে দেয়া হাইকোর্টের পূর্বের রায় স্থগিতের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিমকোর্ট। ওই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের ওপর শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি এম এম রুহুল আমিনের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ ওই আদেশ দেন।

উল্লেখ্য, গত ২০ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে খ ও ঘ ইউনিটে বাংলা, ইংরেজীসহ সাতটি বিষয়ে ভর্তি বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। বিচারপতি মীর হাসমত আলী ও বিচারপতি শামীম হাসনাইনের বেঞ্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭টি বিষয়ে ভর্তিতে বেআইনী শর্তারোপ চ্যালেঞ্জ করে কয়েকজন মাদারাসা ছাত্রের দায়ের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে সেই আদেশ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, আটটি বিষয়ে ভর্তির জন্য বাংলায় দুশ' ও ইংরেজীতে দুশ' নাম্বারের ওপর যারা উক্ত মাধ্যমিক পর্যায়ে পরীক্ষা দেয়নি তারা ওই বিভাগগুলোতে ভর্তির অযোগ্য বিবেচিত হবে। এ আটটি বিষয় হলো- বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, লোক প্রশাসন, ভাষাতত্ত্ব এবং জেন্ডার অ্যান্ড উইমেন স্টাডিজ। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে লোক প্রশাসন বিভাগ পরবর্তীকালে শর্ত প্রত্যাহার করে নিলেও আইনত অবৈধ সেই শর্ত বহাল রাখে অপর সাতটি বিভাগ। অথচ যে কর্তৃপক্ষ এ শর্তারোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাদের এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আইনগত বৈধতা ছিল না। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর চেয়ারম্যানরা নিজস্ব সিদ্ধান্তে ওই শর্তারোপ করেছিলেন। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো অধিকার দেয়া হয়নি। একই আইনের দুই ধারায় ভর্তির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে General Admission Committee কে আইন অনুসারে এ কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা ৯০ জনের ওপরে এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান সেখানে একজন সাধারণ সদস্য মাত্র। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তার একক ক্ষমতা নেই। অযৌক্তিক সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী মাদ্রাসা ছাত্ররা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে এবং পাশাপাশি বিষয়টি আদালতেও উত্থাপিত হয়। ভর্তিতে শর্তারোপের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ইব্রাহিম খলিলসহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড থেকে উক্ত মাধ্যমিক (আলিম) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ৫ ছাত্রের রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছর ২৬ অক্টোবর হাইকোর্ট রুলনিশি জারি করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট বিভাগ। কেন ওই শর্তারোপকে আইনত অবৈধ ঘোষণা করা হবে না। কারণ দর্শানোর পর দীর্ঘ শুনানি শেষে হাইকোর্ট শর্তারোপকে আইনত অবৈধ ঘোষণা করে।

এদিকে গত ২৫ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন (লিভ টু আপিল) করেন। আপিলের অনুমতি পাওয়ার পর গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আপিল বিভাগের চেম্বার জজ বিচারপতি তফাজ্জল হোসেনের আদালতে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ প্রার্থনাসহ আপিল আবেদন করা হয়। আদালত হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ না দিয়ে গত বুধবার (২৮ জানুয়ারি, ২০০৮) আপিল বিভাগের ফুলকোর্ট শুনানির তারিখ নির্দিষ্ট করে।

অবশেষে প্রতীক্ষিত সেই শুনানিতে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৪ জনের বেঞ্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত বিষয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে শর্তারোপের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে দেয়া হাইকোর্টের রায় স্থগিতের আবেদন খারিজ করে দেন। এর ফলে হাইকোর্টের সেই রায় নির্ভুল প্রমাণের সাথে সাথে ঢাবিতে মাদ্রাসা ছাত্রদের যৌক্তিক দাবিকে আরো শক্তিশালী করল। আপিল বিভাগের ঐতিহাসিক এ সিদ্ধান্তের পর উল্লিখিত বিষয়গুলোতে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন আইনত বাধ্য।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রধান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেছিলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক স্বায়ত্তশাসন যাতে কোনভাবেই ক্ষুণ্ন না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই কাজ করা হবে।' উপাচার্যের উদ্বেগের বিষয়টি ছিল- বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক স্বায়ত্তশাসন। অথচ প্রজাতন্ত্রের কোনো প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক অটোনমি বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন-এর পরিধিই সংবিধানের বাইরে যেতে পারে না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের আইনসভা এই স্বায়ত্তশাসন দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। উল্লেখ্য, আইনসভা অনেক ক্ষেত্রে নিজের আইনী সত্তা অধস্তন প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ন্যস্ত করে। আইনসভা কর্তৃক অধস্তন আইনী সত্তার ওপর ন্যস্ত এ ধরনের আইনকে অধস্তন আইন বলা হয়। ইংরেজীতে Delegated legislation বা Subordiate legislation। একদিকে এরকম আইন আইনসভা কর্তৃক প্রদত্ত বলে এগুলো Delegated অন্যদিকে যে ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য এই আইন সেগুলো আইনসভার অধস্তন বলে এরূপ আইন Subordiate বাংলাদেশে দু'ভাবে আইন Delegated হতে পারে। সংসদে গৃহীত আইন বা Act of parliament অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতার আওতায় প্রণীত অর্ডিন্যান্সের (Ordinace) মাধ্যমে। অর্ডিন্যান্স বলে প্রদত্ত এর একটি উদাহরণ Dhaka University Order ১৯৭৩। এই Dhaka University Order ১৯৭৩ এর আওতায় প্রণীত হয় Dhaka University Ordinaces and Regulations; যে আইন দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এই আইনের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত হয়। Dhaka University Order ১৯৭৩ -এর ধারা ৬-এ বলা হয়েছে, The University shall be open to all persons of either sex and of whatever religion race, creed, class or colour. এখানে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা বর্ণের প্রতিপক্ষ বৈষম্য করা হয়নি। Dhaka University Order ১৯৭৩ অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে একমাত্র মানদ- করা হয়েছে মেধাকে যার মূল্যায়ন পদ্ধতি হবে লিখিত ভর্তি পরীক্ষা। এসব আশা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এই যে সকলে মতামতই উপেক্ষা করে ভিসি ও প্রোভিসি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে রিট করেন এবং আপিল বিভাগ রিট খারিজ করে দেন। ভিসির এই রিট প্রদানে ইচ্ছা প্রমাণ করে তিনি তার পুরাতন সেকুলার রাজনীতির উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। যেমনটি বলা আছে Dhaka University Ordinances and Regulations-Gi Chapter-2-এর (৩)২-এ, Candidates shall be admitted on the basis of Merit based on written test to be conducted by the respective Unit and according to the availablity of number of seats fixed by the General Admission Committee. সুতরাং আইন অনুযায়ী এমন কোনো সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছিল না যাতে করে কর্তৃপক্ষ এমন শর্ত আরোপ করতে পারেন। সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগও তাই হাইকোর্ট বিভাগের সেই আদেশ বহাল রেখেছেন। কেননা, সুপ্রিমকোর্টের দায়িত্বই হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের সংবিধান সমুন্নত রাখা। বাংলাদেশের সংবিধানে এমন কোনো সুযোগ নেই যার আশ্রয় নিয়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এরকম বৈষম্য করা যায়। সরকার নিজেই এটা করতে পারে না। আর বাংলাদেশের আইনসভা, জাতীয় সংসদও যদি কোনো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে এমন কোনো সংবিধানবিরোধী আইন ডেলিগেট বা ন্যস্ত করলে তাও অবৈধ হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের রায় স্থগিত না করে আপিল বিভাগ যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তাতে সংবিধান সমুন্নত রাখায় মহান দায়িত্ব পালনে তাদের আপোসহীনতাই প্রমাণিত হয়েছে। এই রায়ের ফলে ঢাবিতে মাদ্রাসা ছাত্রদের আন্দোলনের সফলতা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করল। অবসান ঘটল তাদের দীর্ঘ অধিকারবঞ্চিত সময়ের।

maruf_allam@yahoo.com